দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চারশ' রাউন্ড গুলিবিনিময় : বিশ্ববিদ্যালয় দুদিন বন্ধ

ঢাকা ভার্সিটিতে আরও দুই ছাত্র খুন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুক্রবার ভোর রাতে বিবদমান দু'টি সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে দেড় ঘন্টাব্যাপী তীব্র বন্দুকযুদ্ধের আগে ও পরে দু'জন ছাত্র নিহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ভয়াবহতম এই বন্দুকযুদ্ধের সময় বিবদমান দুই পক্ষ কমপক্ষে চার শত রাউন্ড গুলিবিনিময় করে।

রাত সোয়া তিনটায় সূর্যসেন হলের ২৬৫ নম্বর রুমে মামুন নামে একজন ছাত্র নিহত হওয়ার দেড় ঘন্টা পর সূর্যসেন হল ও মুহসীন হলের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। ২৬৫ নম্বর রুমে অবস্থানরত জুনায়েদ নামে অপর এক ছাত্রের পায়ে গুলি লাগে। সকাল সাতটায় শেখ মুজিবুর রহমান হলের পেছনের দেয়াল টপকে পালানোর সময় মাহমুদ নামে আরেক ছাত্র নিহত হয়।

অন্যান্য ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করেছে যে সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিবদমান দুই গ্রুপের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ ও আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

উল্লেখ্য, মাত্র চারদিন আগে গত ৩০ আগস্ট একই ধরনের এক ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি নিহত

(আটের পাতায় ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সূর্যসেন হলের ওয়েটিং রুমে নিহত মামুনের মা-বোনের বিলাপ। ইনসেটে নিহত মামুন (বাঁয়ে) ও মাহমুদ (ডানে) —দৈনিক বাংলা

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা ভার্সিটিতে আরও দুই ছাত্র খুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এবং চার ছাত্র গুলিবিদ্ধ হয়।

গুলিতে নিহত মামুনের পুরো নাম আশরাফ-উল-আজম মামুন। ছাত্রদল জিয়া হল শাখার নেতা এবং ভূগোল বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। ২৬৫ নম্বর রুমে গুলি করে খুন করার পর হত্যাকারীরা তার লাশ সূর্যসেন হলের একটি ভূগর্ভস্থ পানির ট্যাংকে ফেলে গুম করার চেষ্টা করে। সকাল আটটায় হলের ছাত্র ও কর্মচারীরা ট্যাংক থেকে লাশ উদ্ধার করে। শেখ মুজিব হলের দেয়াল টপকে পালানোর সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত মাহমুদ হাসান ইসলামের ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ছাত্রদল কর্মী। গুলিবিদ্ধ জুনায়েদও ছাত্রদল কর্মী এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এম এ প্রথম পর্বের ছাত্র।

সূর্যসেন ও মুহসীন হলের আবাসিক ছাত্ররা জানান, ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত দেড় ঘন্টা ধরে যে বন্দুক লড়াই চলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ভয়াবহতম। দু'পক্ষই বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করে। বিরতিহীন গুলিবর্ষণের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা ছাত্ররা ভয়ে নিজ নিজ কক্ষের মেঝেতে শুয়ে পড়ে। সূর্যসেন হলের দক্ষিণ দিকের দোতলা, তিনতলা ও চারতলার অধিকাংশ রুমের জানালার কাচ ভেঙ্গে যায়। এসব রুমের অনেক ছাত্র আবার রুমের বাইরে বেরুতে পারেনি বাইরে থেকে দরজা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো ছিল বলে। অস্ত্রধারীরা ছিটকিনি তুলে ছাত্রদের নিজ নিজ রুমে আটকে রাখে। সূর্যসেন ও মুহসীন হলের অনেক আবাসিক শিক্ষকের বাসায়ও গুলি প্রবেশ করে।

গোলাগুলির এক পর্যায়ে সূর্যসেন হলের সশস্ত্র গ্রুপটি প্রশাসনিক ভবনের ছাদে অবস্থান নেয় এবং মুহসীন হল লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে। সকাল ছয়টায় তারা আরও অগ্রসর হয়ে মুহসীন হলের গেটের প্রায় কাছাকাছি চলে যায়। সাড়ে ছয়টায় তারা পিছু হটে এবং মুজিব হলে গিয়ে অবস্থান নেয়। গোলাগুলি চলার সময় সূর্যসেন হল ও মুহসীন হল থেকে বেশ দূরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। পুলিশ ভোরে কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করে।

গোলাগুলি থেমে যাওয়ার পর পুলিশ জসীমউদ্দীন হল ও শেখ মুজিবুর রহমান হলে তল্লাশী চালায়। তবে কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। দু'জন বহিরাগতকে পুলিশ এ সময় আটক করে। সকাল এগারটা পর্যন্ত সূর্যসেন হলের সামনে মল এলাকায় শত শত পুলিশ মোতায়েন ছিল।

সকাল দশটায় নিহত মামুনের মা, বোন এবং আত্মীয়স্বজন লাশ দেখতে সূর্যসেন হলে আসেন। এ সময় হলের গেস্টরুমে তাদের বিলাপে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

ঘটনা যেভাবে শুরু

একটি ছাত্র সংগঠনের বিবদমান দুই উপদলের মধ্যে গত ৩১ আগস্ট সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন, মুহসীন ও জসীমউদ্দীন হল এলাকায় মোটামুটি স্বস্তি ফিরে এসেছিল। কিন্তু জসিমউদ্দীন হলে অবস্থানরত গ্রুপটি বৃহস্পতিবার আবার তৎপর হয়ে ওঠে। সূর্যসেন হলের কয়েকজন ছাত্র জানান, রাত তিনটায় সশস্ত্র একদল তরুণ সূর্যসেন হলে প্রবেশ করে। দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল পেছন দিক দিয়ে দেয়াল বেয়ে এবং অপরদল সরাসরি সামনের গেট দিয়ে হলে ঢোকে। এ সময় সূর্যসেন হলের গেটে অস্ত্র হাতে পাহারারত তরুণদের একটি অংশ তাদের সহায়তা করে। সশস্ত্র তরুণরা একযোগে দু'দিক থেকে সূর্যসেন হলের প্রতিপক্ষ অস্ত্রধারীদের ঘেরাও করে এবং অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করে। পরে তাদের হলের বিভিন্ন বাথরুমে আটক রাখা হয়।

অস্ত্রধারীরা এরপর হলের নির্দিষ্ট কিছু রুমে তল্লাশী চালায়। ২৬৫ নম্বর রুমে মামুন ও জুনায়েদকে লক্ষ্য করে গুলি করে। মামুন ঘটনাস্থলেই নিহত হয় এবং জুনায়েদ পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দোতলার জানালা থেকে লাফ দিয়ে পালিয়ে যায়। সূর্যসেন হলের বেশ কয়েকজন আবাসিক ছাত্র জানান, তারা রাত সোয়া তিনটায় পরপর তিন রাউন্ড গুলির শব্দ শুনতে পান। সম্ভবত এ সময় মামুন ও জুনায়েদকে গুলি করা হয়। গুলির শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠে অনেক ছাত্র রুমের বাইরে বেরুতে চাইলে দেখতে পান তাদের রুম বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে আটকানো। হলের দোতলা এবং তিনতলার অধিকাংশ রুমের দরজা অস্ত্রধারীরা বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে লাগিয়ে দেয়। অনেক ছাত্রই এভাবে সকাল পর্যন্ত তাদের রুমে বন্দী অবস্থায় ছিলেন।

লাশ গুম করার চেষ্টা

অস্ত্রধারীরা মামুনকে হত্যা করার পর তার লাশ গুম করে ফেলার চেষ্টা করে। কম্বল দিয়ে পেঁচিয়ে লাশ হলের ভেতরে একটি পরিত্যক্ত ভূগর্ভস্থ পানির ট্যাংকে ফেলে দেয়া হয়। পরে ট্যাংকের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে রাখা হয়। ২৬৫ নম্বর রুম থেকে রক্তের দাগও পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়।

সকালে বিভিন্ন জায়গায় মামুনের লাশ খোঁজাখুঁজি করা হয়। পানির ট্যাংকের পাশে রক্তের দাগ এবং ট্যাংকের মুখে বালিশ চাপা দেখে ছাত্রদের সন্দেহ হয়। পরে কয়েকজন হল কর্মচারী ট্যাংকের ভেতর থেকে লাশ উদ্ধার করেন।

মাহমুদের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া গেছে। ছাত্রদলের একটি অংশ বলছে, শেখ মুজিবুর রহমান হলের দেয়াল টপকে পালানোর সময় সতীর্থদের গুলিতে সে নিহত হয়। অপর একটি সূত্র দাবী করেছে যে, শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটে অবস্থানরত অপর একটি সশস্ত্র গ্রুপের গুলিতে সে মারা যায়।

গায়েবানা জানাজা

নিহত মামুন ও মাহমুদের গায়েবানা জানাজা শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় ছাত্রদলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের পর দুজনের লাশই শুক্রবার তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এরপর মামুনের লাশ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার কসবায় তার গ্রামের বাড়ীতে এবং মাহমুদের লাশ খুলনায় দাফনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়।

সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত

শুক্রবার অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় আজ ও আগামীকাল রোববারের সব ক্লাশ ও পরীক্ষা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস লাইব্রেরী খোলা থাকবে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলবে। গোলাগুলিতে নিহত দুই ছাত্রের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সব ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে রোধ করা যায় তার জন্য দুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যান্য দিনের পরীক্ষা পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় নিহত দুই ছাত্রের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাদের শোক সন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে আরও অবনতি না ঘটে সেজন্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য কামনা করা হয়। একই ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে সহযোগিতা চাওয়া হয়।

ক্যাম্পাসে সংঘটিত এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

ছাত্রঐক্যের সাংবাদিক সম্মেলন

গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য শুক্রবার বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে, ক্যাম্পাসে দুজন ছাত্র হত্যার দায় সরকার এড়াতে পারেন না। কারণ নিজ দলে ক্রমাগত সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়ে তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ক্রমাগত ব্যর্থতার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করেন। ছাত্রনেতা নূর আহমদ বকুল, মোখলেছুর রহমান, নাসির-উদ-দুজা, রাগীব আহসান মুন্না, রাজেকুজ্জামান রতন, সাইদুর রহিম বিটুল, উদয় পাল, সাজ্জাদ জহির চন্দন প্রমুখ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সৃষ্ট সন্ত্রাস ও দুজন ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আজ সকাল দশটায় অপরাজেয় বাংলার সামনে এক প্রতিবাদ সভা আহবান করেছে।

বিবৃতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুইজন ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এসব দল ও সংগঠন বিবৃতির মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের আহবান জানায়। কোন কোন দল ও সংগঠনের বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অস্ত্রমুক্ত ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার জন্য অবিলম্বে বাস্তব ও সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী জানায়।

শিক্ষক সমিতি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকর পরিষদের এক জরুরী সভা গতকাল সমিতির সভাপতি ডঃ এস এম এ ফায়েজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি বিবৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে কয়েকজন অস্ত্রধারী সূর্যসেন হলের কামরায় একজন ছাত্রকে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় পরপরই একটি ছাত্র সংগঠনের উপদলীয় কোন্দল মারাত্মক সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। তখন কয়েকশ রাউণ্ড গুলি বর্ষিত হয় এবং কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। আহতদের একজন পরে হাসপাতালে মারা যায়। সংঘর্ষের সময় সূর্যসেন হল ও হাজী মোহাম্মদ মুহসীন হলের আবাসিক শিক্ষকদের বাসায় গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। সে সময় যে কোন মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষক সমিতি আত্মঘাতী সংঘর্ষের তীব্র নিন্দা করে এবং হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়ার দাবী জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয় : বেশ কিছুদিন ধরে ছাত্রাবাসগুলোতে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের অবস্থান, মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রের আনাগোনা ও নির্বিচার ব্যবহার, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অসহায়ত্ব মিলে এক নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বিপন্ন করে তুলেছে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বিবৃতিতে অভিযোগ করে, বাস্তব উদাহরণ রয়েছে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারে আগ্রহী নয়। বরং ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাসীরা তাদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে।

বিবৃতিতে বর্তমান অবস্থাকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি হিসাবে উল্লেখ করে এর অবসান কামনা করা হয়। বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, পড়াশোনা করতে এসে ছাত্ররা লাশ হয়ে ফিরে যাবে, শিক্ষকরা বাসায় মৃত্যুর প্রহর গুনবেন, সেই অবস্থার নিরসন করতে হবে। ক্যাম্পাসের হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকারকে যৌথভাবে গ্রহণ করতে হবে।

রাজনৈতিক দল ও সংগঠন

কেন্দ্রীয় পাঁচ দলের বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় উদ্বেগ কাশ করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, পাঁচ দল বৃহস্পতিবার বলেছিল যে ছাত্রদলের ছেলেদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে শান্তি ফিরিয়ে আনলেও অস্ত্রগুলো পুলিশের হেফাজতে নেয়া হয়নি। পাঁচ দলের বৃহস্পতিবারের ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে। ছাত্রদলের উপদলীয় কোন্দলে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে দুটি লাশ পড়ে গেছে। বিবৃতিতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়, নিজের ঘর না সামলে দেশের সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না।

জাসদ (ইনু) নেতা কাজী আরেফ আহমেদ ও হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে বলেন, জনগণ এক মুহূর্তের জন্য এ নারকীয় তাণ্ডবলীলা সহ্য করতে রাজী নয়। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে দেশবাসী তা জানতে চায়। এ ব্যাপারে আর কোন টালবাহানা ও অজুহাতই গ্রহণযোগ্য নয়।

ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি মঈনউদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম এক বিবৃতিতে অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার করে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবী জানান। বিবৃতিতে ঘটনার জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করা হয়।

ঘটনার নিন্দা করে এবং দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানিয়ে আরো বিবৃতি দিয়েছে : বাসদ (খালেকুজ্জামান), ওয়ার্কার্স পার্টি, ছাত্রলীগ (ম-ই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (মি-ল), ছাত্র ফেডারেশন, ইসলামী ছাত্রশক্তি, গণতান্ত্রিক ছাত্র কেন্দ্র, ছাত্রলীগ (জু-আ)।